প্রথম আলো

তারিখ ... 2 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

এইচএসসি পরীক্ষা

জালিয়াতির মাধ্যমে প্রবেশপত্র নিতে গিয়ে দুই অধ্যক্ষ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

টাকার বিনিময়ে জালিয়াতি করে উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে দুটি কলেজের দুই অধ্যক্ষসহ তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত শনিবার রাতে ঢাকা বোর্ডে এ ঘটনা ঘটে।

ঢাকা বোর্ড সূত্র জানায়, মিরপুর ১৪ নম্বরে অবস্থিত ঢাকা মডেল কলেজের অধ্যক্ষ আফজালুল হক তাঁর প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ছাড়াও বাইরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৬৬ জনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওই কলেজের শিক্ষার্থী হিসেবে তাদের ফরম পূরণ করান। কয়েক দিন আগে ঢাকা মডেল কলেজের প্রকৃত শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র প্রতিষ্ঠানটিতে পৌঁছে। কিন্তু বোর্ড বাইরের ৬৬ শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র পাঠায়নি। শনিবার সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ আফজালুল হক ঢাকা বোর্ডে গিয়ে ৬৬ জনের প্রবেশপত্রের জন্য তদবির শুরু করেন। একপর্যায়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাঁকে আটক করে চকবাজার থানায় সোপর্দ করে। এ ব্যাপারে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বাদী হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে জালিয়াতির মাধ্যমে কাগজপত্র তৈরি, টাকা আত্মসাৎ, বিশ্বাস ভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে কাফরুল থানায় মামলা করেন।

কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল লতিফ *প্রথম আলোকে* বলেন, কাফরুল থানায় দায়ের হওয়া মামলায় আফজালুল হককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

ফার্মগেটে অবস্থিত সিটি রয়েল কলেজেও একই ঘটনা ঘটে। প্রকৃত শিক্ষার্থীদের বাইরে আরও ৮৮ জনের জন্য প্রবেশপত্র আনতে শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বোর্ডে গিয়ে তদবির করেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মো. সিরাজুল ইসলাম ও পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আসাদুজ্জামান। একপর্যায়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাঁদের আটক করে চকবাজার থানায় সোপর্দ করে। এ ঘটনায়ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাদী হয়ে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে কাগজপত্র তৈরি, টাকা আত্মসাৎ, বিশ্বাস ভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে মামলা করেন।

এ ব্যাপারে তেজগাঁও থানার ওসি মাহবুবুর রহমান বলেন, ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মামলায় সিটি রয়েল কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালনা পরিষদের সভাপতিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

জানতে চাইলে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই কলেজ দুটি যে সংখ্যক শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষার্থীর ফরম পূরণ করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, টাকা নিয়ে নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওই কলেজ দুটির অধ্যক্ষ জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে কাগজপত্র তৈরি করেছিলেন।